

ভাফির (আল মু'মিন) | Ghafir (Al-Mu□min) | غافر (ٱلْمُؤْمِن)

আয়াতঃ ৪০ : ৪৩

💵 আরবি মূল আয়াত:

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدعُونَنِي إِلَيهِ لَيسَ لَهُ دَعوَةٌ فِي الدُّنيَا وَ لَا فِي الأَخِرَةِ وَ أَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ وَ أَنَّ المُسرِفِينَ هُم أصحٰبُ النَّارِ ﴿٢٣﴾

'এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যার দিকে তোমরা আমাকে ডাকছ, সে দুনিয়া বা আখিরাতে কারো ডাকের যোগ্য নয়। আর আমাদের প্রত্যাবর্তন হবে আল্লাহর দিকে এবং নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা হবে আগুনের সাথী'। — আল-বায়ান

কোন সন্দেহ নেই তোমরা আমাকে ডাকছ শুধু তার দিকে যে আহবান পাওয়ার যোগ্য নয়- না দুনিয়াতে, না আখিরাতে। আমাদের প্রত্যাবর্তন তো হল আল্লাহর দিকে আর সীমালজ্যনকারীরা হল জাহান্নামের বাসিন্দা। — তাইসিকল

নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে আহবান করছো এমন এক জনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহবানযোগ্য নয়। বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যাবর্তনতো আল্লাহর নিকট এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। — মুজিবুর রহমান

Assuredly, that to which you invite me has no [response to a] supplication in this world or in the Hereafter; and indeed, our return is to Allah, and indeed, the transgressors will be companions of the Fire. — Sahih International

৪৩. নিঃসন্দেহ যে, তোমরা আমাকে যার দিকে ডাকছ, সে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও ডাকের যোগ্য নয়। আর আমাদের ফিরে যাওয়া তো আল্লাহর দিকে এবং নিশ্চয় সীমালজ্যনকারীরা আগুনের অধিবাসী।

তাফসীরে জাকারিয়া

(৪৩) নিশ্চয়ই[1] তোমরা আমাকে এমন একজনের প্রতি আহবান করছ, যে ইহলোকে[2] ও পরলোকে কোথাও আহবান-যোগ্য নয়।[3] বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর দিকে[4] এবং অবশ্যই সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।[5]

[1] لاَ جَرَمُ এর অর্থঃ এ কথা নিশ্চিত যে অথবা এ কথা মিথ্যা নয় যে।

[2] অর্থাৎ, ইহকালে কারো আহবান শোনারই তো ক্ষমতা রাখে না যে, তোমাদের উপকার করতে পারে অথবা উপাস্য হওয়ার যোগ্য হতে পারে। এর অর্থ প্রায়ই ঐ অর্থই যা এই আয়াতে এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

ত্রতাঁ أَضِلُ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ অর্থাৎ, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে অবহিতও নয়। (সূরা আহকাফ ৫ আয়াত) إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ مَا وَهَادِ (সূরা হিন্তা তোমাদের ডাক সাড়া দেয় না। (সূরা হাত্বির ১৪ আয়াত)

- [3] অর্থাৎ, এটাও সম্ভব নয় যে, আখেরাতে তারা কারো ডাক শুনে তাকে আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারবে অথবা সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে। যাদের অবস্থা এই, তারা কি উপাস্য হওয়ার যোগ্য যে, তাদের ইবাদত করা যাবে? (এই জন্য উলামাগণ বলেন, সাহায্যের জন্য গায়রুল্লাহকে আহবান করা তিনটি শর্তে বৈধ; (ক) তাকে জীবিত থাকতে হবে, (খ) উপস্থিত থাকতে হবে এবং (গ) সাড়া দেওয়া বা সাহায্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। নচেৎ তাকে আহবান করা বৃথা ও শিরক। -সম্পাদক)
- [4] যেখানে সকলের হিসাব হবে এবং ভাল ও মন্দ আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে।
- [5] অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকরা। যারা আল্লাহর অবাধ্যতায় সীমাতিক্রম করে। অনুরূপ যে মুসলিম খুব বেশী পাপকারী হবে, যার অবাধ্যতা 'সীমালজ্যন'এর পর্যায়ে পৌঁছে যাবে (এবং তা শিরক বা কুফরী না হয়ে কাবীরা গোনাহ হবে, আল্লাহ মাফ না করলে) তাকেও কিছুকাল জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতঃপর রসূল (সাঃ)-এর সুপারিশ অথবা আল্লাহর ইচ্ছায় তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=4176

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন